ISSN 2349- 7343

সৃজনী

- সাহিত্য সন্ধানে

তৃতীয় বর্ষ, ২০১৫

সম্পাদক : সৌমেন রক্ষিত

অভিষেক মুসিব

বাংলা সাহিত্যে আর্কেটাইপাল ক্রিটিসিজ্‌ম্‌ ও তার প্রয়োগ

গ্রীক ভাষায় শব্দের Archy অর্থ হল 'আদি' আর type কথার অর্থ হল প্রকরণ। অর্থাৎ আর্কিটাইপ বলতে সামগ্রিক অর্থে বোঝায় আদি প্রকরণ বা সৃষ্টির প্রথম অবস্থা। সেই আদিতে বা উৎসে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া হল Archiology. আর্কেটাইপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"Archetype are likewise supposed to have been present in folklore and literature for thousands of year including prehistoric at work. The use of archetypes of illuminate personality and literature was advanced by Carl Jung early in the 20th century, who suggested the existence of universal contentless from the channel experience and emotion, resulting in recongnizable and typical patterns of behaviour with certain probable outcomes. Archetypes are cited as important to both ancient mythology and modern narratives"

আর্কেটাইপ একটি আদিরূপ সার্বজনীন প্রতীক চিহ্ন যা কোন বস্তু বা বিভিন্ন আচরণের দ্বারা একটি প্রটোটাইপের উপর অন্যদেরকে আরোপিত করা হয়। আর্কেটাইপের মধ্যে পুরকথা এবংবিভিন্ন সংস্কৃতির গল্প জুড়ে থাকে। আর্কেটাইপ এক অর্থে ব্যক্তিত্বের একটি জেনেটিককেও বোঝায় যেমন বা মা-চিত্র। আবার অন্যভাবে স্বতন্ত্র (অ-জেনেটিক) ব্যক্তিদের সঙ্গে বিভিন্ন অক্ষরের মধ্যেও চিহ্নিত হতে পারে। Cuddon তাঁর 'A Dictionary of Literary terms' বইতে বলেছেন - "An Archetypal is at a vestic and universal the product of collective concious and inherited from our ancestor the fundamental facts of human existance are archetypal."

সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই সাহিত্যের মধ্যে সংস্কৃতির ছাপ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সাহিত্যে সংস্কৃতি বিভিন্নভাবে তার পূর্বসূরী ঐতিহ্যকে বহন করে চলে, যথা ভাষার দ্বারা, সমাজগোষ্ঠীর আচার আচরণে, গল্পকথায় এমনকি ধর্মীয় দিক থেকেও। এতসব সত্ত্বেও সভ্যতার বিবর্তনে ধারাবাহিক পর্যায়ে লিখিত সাহিত্য ক্রমশ বিকৃত হতে হতে পাঠকের জনরুচি ও চাহিদা অনুযায়ী এক পরিবর্তিত রূপ লাভ করে। ফলে গল্পের মূল আদি কাঠামো প্রায় হারিয়ে যায়। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃতি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ছাপ রেখে যায় গল্পকথায়। পুরাকথার মধ্যে সভ্যতার প্রাককাহিনির আদিকাঠামো অন্তর্নিহিত থাকে বা আত্মগোপন করে থাকে। কোন কাহিনির মধ্যে আত্মগোপন করে থাকা সভ্যতার প্রাককাহিনিকে উন্মোচন করার কাজ করে আর্কিটাইপাল ক্রিটিসিজ্‌ম্‌। পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত সভ্যতার বিবর্তনের পদ্ধতি একই হলেও একই কালে বিবর্তিত হয়নি। হতে পারে মিশরের কোন প্রাচীন গল্পের সঙ্গে আফ্রিকার প্রচলিত গল্পের কাঠামোটি একইরকম থাকলেও এক সভ্যতার নিয়মে একং পদ্ধতিতে বিবর্তিত হলেও একই সময়ে না-ও হতে পারে, অথচ দুটো গল্পের অন্তর্নিহিত স্বরূপটি এক। আর্কিটাইপাল ক্রিটিসিজমের মূল উদ্দেশ্য গল্পের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নয়, গল্পে নিহিত প্রাচীন সভ্যতার অন্তর্নিহিত সত্যটিকে আবিষ্কার করা, যেটি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে একটি বিশেষ পর্বে একইরকম ছিল। আর্কিটাইপাল ক্রিটিসিজমে সমালোচক বা পাঠকেরা বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ হয়ে থাকে—

প্রথমত, আর্কিটাইপাল ক্রিটিসিজ্‌ম্‌ সমালোচনা পদ্ধতির দ্বারা একটি নির্দিষ্ট আর্কেটাইপ উঠে আসে। দ্বিতীয়ত, আর্কেটাইপটিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে যে রূপান্তর ঘটেছিল সেই রূপান্তরের বিচিত্র পদ্ধতিগুলিও উঠে আসে, এর দ্বারাও পাঠকসমাজ সমৃদ্ধ হয়। তৃতীয়ত, আর্কিটাইপাল ক্রিটিসিজমের দ্বারা প্রাচীন সংস্কৃতির উৎস থেকে রূপান্তরের যে যাত্রা তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সংস্কৃতির রূপান্তরের বৈশিষ্ট্যগুলিকেও সহজেই চিহ্নিত করা যায়। চতুর্থত, এর দ্বারা একদিকে যেমন গল্পের রূপান্তরকে উন্মোচন করতে করতে প্রাণকেন্দ্রের প্রটোটাইপটিকে খুঁজে পাওয়া যায় তেমন বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে প্রচলিত গল্পগুলিকে বিশ্লেষণ করার দরুণ তুলনামূলক সমালোচনা পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রয়োগও

হয়ে থাকে। পঞ্চমত, আর্কিটাইপাল ক্রিটিসিজ্‌ম্‌ একদিকে যেমন লোকসংস্কৃতির ভান্ডারকে পূর্ণ করে তেমনি সংস্কৃতির প্রথাগত ঐতিহ্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরে পাঠকমনে আদিমপ্রথা সম্পর্কিত কৌতূহলকে উদ্দীপিত করে।

একটি আর্কেটাইপের উদাহরণ হল– জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্ম আর্কেটাইপ পুনরাগমন চক্র। এই আর্কেটাইপটি উর্বরতার সঙ্গে যুক্ত। পুনরুজ্জীবন (resarection) সব সভ্যতার Birth-Death-Rebirth এটি হল আদিটাইপ, একে অনেকগুলি গল্পের মধ্যে দেখা যায় যথা ভারতের বাইরে মিশরীয় পুরাণে ওসিরিস ও আইসিসির গল্প, সুমেরু ও ব্যাবিলনীয় পুরাণে তম্মজ ও ইসথারের কাহিনি, গ্রীক পুরাণে পার্সিফেনো ও ডিমিটার -এর গল্প— প্রায় সবকটি গল্পেই একটি আর্কেটাইপ ব্যবহৃত হয়েছে তা হল একবার প্রাণ চলে যাওয়া আবার সক্রিয় সাহচর্যে প্রাণের পুনরুজ্জীবন। চোখের সামনে থেকে একবার শস্য চলে যাওয়া, আবার মাটির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের পর তা ফিরে আসা। অর্থাৎ মাটি হল সেই নারী যে শস্যকে অদৃশ্য করে আবার তাকে ধরিত্রীর বুকে নিয়ে আসে। এখানে মাটিকে নারীর সঙ্গে সমান্তরাল করে দেখা হয়। প্রতিটি গল্পের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত দেবতার প্রাণ ফিরে এসেছে তাঁর প্রিয়া কিংবা অন্য কোন প্রিয়জনের চেষ্টায়। আমাদের পরিচিত মনসামঙ্গলের বেহুলা লখিন্দর কাহিনির মধ্যে দেখি বেহুলার সঙ্গে লখিন্দরের বিয়ে হয়, বিয়ের রাত্রে বাসরঘরে অতন্দ্র পাহারা সত্ত্বেও লখিন্দরকে কালনাগিনীর দংশন এবং বেহুলার বৈধব্যলাভ। চম্পকনগরবাসী চোখের জলে বিদায় দেয় লখিন্দর ও বেহুলাকে গাঙুরের ঘাটে। কলার ভেলায় চড়ে মৃত স্বামীকে নিয়ে বেহুলা অনির্দেশ যাত্রার পথে পাড়ি দেয়। পথিমধ্যে অশেষ দুঃখ-কষ্ট সয়ে স্বামীর কঙ্কালসার দেহ নিয়ে স্বর্গের দ্বারে উপনীত হয়। নেতা ধোবানীর সহায়তায় স্বর্গের আসরে নাচে-গানে দেবতাদের মুগ্ধ করে তাঁদের অনুরোধে মনসার কৃপায় বেহুলা দীর্ঘ ছয় মাস পর তাঁর মৃত স্বামীর জীবন পুনরুদ্ধার করে ও শ্বশুরের সব হৃত সম্পদ ফিরে পায়।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে এই ধরনের সমজাতীয় উপাখ্যান এবং সেই উপাখ্যানের সঙ্গে জড়িত ধর্মাচারগুলিকে বিশ্লেষণ করলে কাহিনির মূল প্রেক্ষিতটাকে বোঝা যায়। মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলা-লখিন্দরকে একজন নারী ও পুরুষ প্রতিভূরূপে দেখলে দেখা যাবে প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতার শস্য উৎপাদন ও উর্বরতা বৃদ্ধির ধর্মীয় আচারের সঙ্গে যুক্ত। গল্পে দেখা যায় বেহুলা মনসার পূজা করে অর্থাৎ বেহুলা হল সেই সমাজের নারী যে সমাজ এই দেবতার বিরূপ নয়। আদিমকালে মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরা দেবতার পূজা বহন করত এবং পুরুষরা মেয়েদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। মেয়েরাই ছিল ধর্মকর্মের ব্যাপারে হোতা। যে সমস্ত দেশে মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতা পার হয়ে গেছে সেই সমাজের পৌরাণিক বা রূপকথার গল্প বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে সেই সমাজে যে দেবী পূজিতা হতেন তিনি হলেন উর্বরতার দেবী বা মাতৃকা দেবী। মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতায় উর্বরতা পূজার সময় পুরুষদের যে ভূমিকা তা নারীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে শস্যের উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ জাদুক্রিয়ার প্রভাবে কোন না কোন পুরুষ দেবতা স্ত্রী দেবতার দ্বারা মৃত হয় এবং তারই সাহচর্যে পুনর্জন্ম লাভ করে বা প্রাণের রূপান্তর ঘটে। মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলা এমন একজন নারী যে বিবাহের রাত্রে স্বামীর প্রাণ হরণ করে আবার তারই দৃঢ় সংকল্প ও অসীম সাহসিকতার জোরে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনে। অর্থাৎ বেহুলা একদিকে প্রাণঘাতিনী আবার প্রাণদায়িণীও।

প্রাচীন সভ্যতায় জমির সঙ্গে নারীর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য, দুজনেই যা নেয় তা নির্দিষ্ট সময় পরে আবার তা ফিরিয়ে দেয়। জমির মধ্যে বীজ বপন করা হয়, অর্থাৎ সে ধরিত্রীর অন্ধকার গর্ভে প্রবেশ করে আবার কিছুদিন পর সেখানেই সেই বীজ থেকে অঙ্কুর বেরিয়ে আসে। জমি যেমন ফসলের জন্ম দেয় তেমনি নারীও সন্তানের জন্ম দেয়। ফলে এই দিক দিয়ে জমি ও নারীকে সমান্তরাল ভাবা হত। বেহুলা লখিন্দরের গল্পে সেই জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্মের ছক আবর্তিত। মনসামঙ্গল গল্পের সঙ্গে শস্য উৎপাদনের সম্পর্ক যে খুব নিবিড় তার কতকগুলি প্রমাণ পাই—

(ক) বেহুলা যখন লখিন্দরকে ভেলায় নিয়ে ভেসে যায়, তখন সে মাটিতে কিছু বীজ পুঁতে দেয়।

বিশ্বাস ছিল যদি এই বীজগুলি থেকে অঙ্কুর বের হয় তাহলে বুঝতে হবে লখিন্দরের প্রাণ বেঁচে আছে। অর্থাৎ মৃত লখিন্দরের প্রাণের প্রতীক হল ঐ বীজ থেকে উৎপন্ন গাছ।

(খ) কাহিনিতে লখিন্দরের জীবন দানের সময় ছয়মাস। আমরা দেখি জমিতে বীজ বপন থেকে ফসল কাটা অর্থাৎ শস্যের আবর্তকালীন প্রক্রিয়াও ছয়মাস।

(গ) গ্রামাঞ্চলে বেহুলার ভাসান গান গাওয়া হয় যখন জমিতে শস্য রোপন করা হয়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে সাধারণত মনসার পূজা হয়ে থাকে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাস শস্য বীজ বপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সময়।

(ঘ) গ্রাম্য বিশ্বাস অনুযায়ী বেহুলার গান টানা বা একনিঃশ্বাসে গাওয়া হয়, যদি গান চলাকালীন মাঝখানে বাধা পড়ে তাহলে মনে করা হয় ফসলের ক্ষতি হতে পারে।

শস্যপ্রাণের সঙ্গে পুরুষ প্রাণের সমান্তরালতা অতীতকালেও ছিল, বেহুলা লখিন্দরের গল্পেও আছে। এখানে শস্যের প্রাণপ্রতীক হল লখিন্দরের প্রাণ। আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি বেহুলা লখিন্দরের কাহিনি বাংলাদেশে শস্য উর্বরতার সঙ্গে বেশিভাবে সম্পর্কযুক্ত।

আরেকটি পরিচিত দৃশ্য হল চণ্ডীমঙ্গলের কমলেকামিনী দৃশ্য। চণ্ডীমঙ্গলের বণিকখণ্ডে কমলেকামিনী দৃশ্যে দেখা যায় ধনপতি সিংহলে সপ্তবহর সাজিয়ে বাণিজ্যযাত্রার সময় কালীদহে দেবী চণ্ডীর মাথায় দেখতে পান উপবিষ্টা এক অপূর্ব সুন্দরী রমণী একবার হস্তী গ্রাস করছে, আবার পরমুহূর্তেই বের করে আনছে। ধনপতির মতো শ্রীমন্তও কালীদহে একই দৃশ্য দেখেন। চণ্ডীমঙ্গলের কমলেকামিনী দৃশ্যের বর্ণনায় জোর দেওয়া হয়েছে রমণীর সৌন্দর্যের ওপর। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে বলা যায় এক মহিলা একটি হাতিকে উদরসাৎ করছেন আবার পরমুহূর্তে তাকে বের করে আনছেন, এই অভিনব দৃশ্যটি কোন সৌন্দর্যতাকে বহন করে আনে না। দৃশ্যটির মধ্যে সুন্দরী নারী ও হাতিটিকে সরিয়ে যদি মূল রূপটি ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে এখানে এক নারী কর্তৃক প্রাণ হনন ও প্রাণের পুনর্জন্ম ঘটছে অর্থাৎ জিঘাংসাবৃত্তির পুনরাবৃত্তি ঘটছে। মনসামঙ্গলের মতো এখানেও বাংলার লোকমোটিফের প্রাণ নেওয়া এবং ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি এই কাহিনির সঙ্গে জড়িত। পুরাণে গজলক্ষ্মীর ছবি পাওয়া যায় সেখানে দেখি হাতির শুঁড় লক্ষ্মীর মাথায় জল সিঞ্চন করছে এবং লক্ষ্মী তার দ্বারা উর্বরতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে শস্য উৎপাদন করছে। পুরাণে গজলক্ষ্মী খুব ইঙ্গিতপূর্ণ যা কৃষি ও শস্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। বৈদিক পুরাণ, যাজক এবং ভারতীয় মিথে পাওয়া যায় হাতি উর্বরতার প্রতীক। প্রচলিত গল্পে পাওয়া যায় আকাশ থেকে শ্বেত হস্তী নেমে আসে ও তার প্রভাবে মায়াদেবী গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং তারপর সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। আসলে এখানে হাতিটিকে পুরুষ প্রাণের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়।

হাতিটিকে পুরুষ প্রাণের প্রতীক ধরলে কমলেকামিনী দৃশ্যে বলা যায় যে নারীর দ্বারা একজন পুরুষ প্রাণ হারাচ্ছেন ও পুনরায় জন্ম নিচ্ছেন, যা মনসামঙ্গলের সঙ্গে মেলে।সুতরাং এখানেও জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও শস্যের উৎপাদন ব্যাপার জড়িত হয়ে আছে। চণ্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডীর কাহিনির সঙ্গে কমলেকামিনী দৃশ্যের সঙ্গতি নেই। বলা যেতে পারে এখানে শাস্ত্রীয় পুরাণেরসঙ্গে লোকপুরাণ সহজেই মিশে গেছে অর্থাৎ প্রাক্ পুরাণে আদিম সভ্যতার যে লোকাচার নিহিত হয়ে আছে, কমলেকামিনী দৃশ্যের মধ্যেও সেই আদিমতা রয়ে গেছে।

বইপত্তর:

১। লোকপুরাণে সৃষ্টি-প্রলয়ের তত্ত্ব — মাধুরী সরকার
২। প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য : কিংবদন্তীর পুনর্বিচার — সুজিৎ চৌধুরী।
৩। ধর্ম ও সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট — নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
৪। The Golden Bough --- Sir James Frazer